তারিখ 2 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

প্রথম আলো

নতুন বইয়ের আনন্দ নয় আতঙ্ক নিয়ে ফিরল তারা

নিজস্ব প্রতিবেদক ও প্রতিনিধি, সিলেট ●

নতুন বছরের প্রথম দিনে পাঠ্যপুস্তক হাতে পাওয়ার আনন্দে ভাসছিল তারা। সেই আনন্দ ক্ষণিকেই আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। অতর্কিত হামলায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের কয়েকজনকে আঘাত নিয়ে, অন্যদের বাঁচার তাড়া নিয়ে ফিরতে হয় বাড়িতে।

সিলেট নগরের বন্দরবাজার এলাকার দুর্গাকুমার পাঠশালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গতকাল রোববার এ ঘটনা ঘটে। মসজিদে নামাজের সময়ও উৎসবমঞ্চে গান-বাজনা চালানোর অভিযোগে একদল লোক হামলা চালান। এতে পাঠ্যপুস্তক উৎসব ভন্ডুল হয়ে যায়। তবে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি সিলেটের জেলা প্রশাসক মো. জয়নাল আবেদীন *প্রথম আলোকে* বলেন, মসজিদ থেকে কেউ গিয়ে ওই উৎসবস্থলে হামলা করেননি। ইমাম সাহেব তাঁকে বিষয়টি জানিয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, ওই এলাকার অতি উৎসাহী মানুষ এ হামলায় জড়িত। তারপরও কারা এ হামলা চালিয়েছে, তা খতিয়ে দেখবে মসজিদ কমিটি।

পুলিশ ও বিদ্যালয়সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গতকালের পাঠ্যপুস্তক বিতরণ উৎসবে ৪০০-৪৫০ শিক্ষার্থী উপস্থিত হয়। সঙ্গে তাদের অভিভাবকেরাও ছিলেন। দুপুর ১২টা ২০ মিনিটে বই বিতরণ উপলক্ষে আলোচনা সভা শুরু হয়। এতে সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র বদরউদ্দিন আহমদ কামরান প্রধান অতিথি ছিলেন।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে বিদ্যালয় ভবনের দ্বিতীয় তলায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই বিতরণ চলছিল। অন্যদিকে উৎসবমঞ্চে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করছিল শিক্ষার্থীরা। বেলা পৌনে দুইটার দিকে সেখানে একদল লোক অতর্কিতে আক্রমণ চালান। তাঁরা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বাদ্যযন্ত্রসহ চেয়ার-টেবিল ও মঞ্চ ভাঙচুর করেন। পাশাপাশি শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ও চেয়ার ছুড়ে মারেন। চেয়ারের আঘাতে ও দৌড়ে পালাতে গিয়ে বিদ্যালয়ের ১২ শিক্ষার্থী ও ৫ জন অভিভাবক আহত হন।

তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষকেরা ছুটে এসে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের নিচতলার একটি কক্ষে নিয়ে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু হামলাকারীদের কয়েকজন সেখানেও হামলার চেষ্টা করে। খবর পেয়ে দ্রুত কোতোয়ালি থানার পুলিশসহ সিলেট মহানগর পুলিশের পদস্থ কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে যান। তার আগেই হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।

সিলেটে হামলায় পণ্ড পাঠ্যপুস্তক উৎসব

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসা কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোহেল আহাম্মদ বলেন, কারা হামলা করল, কেন করল এসব অনুসন্ধান করছে পুলিশ। আশপাশের কোথাও সিসি (ক্লোজড সার্কিট) ক্যামেরা রয়েছে কি না, সেটি খতিয়ে দেখে ভিডিওচিত্র সংগ্রহেরও চেষ্টা করা হবে।

গতকাল বেলা দুইটার দিকে বিদ্যালয় চত্বরে গিয়ে দেখা যায়, উৎসবমঞ্চের শুধু বাঁশের কাঠামো দাঁড়িয়ে আছে। বেশ কিছু চেয়ার ও আসবাব ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে।

বিদ্যালয়ের পাশের কয়েকজন ব্যবসায়ী ও প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, বিদ্যালয়ের পশ্চিম দিকে প্রায় ১৫০ গজ দূরে কোর্ট পয়েন্টের ওপাশে কালেক্টরেট জামে মসজিদ রয়েছে। জোহরের নামাজ শেষে সেখান থেকে শতাধিক লোক বিদ্যালয়ের উৎসবস্থলে এসে হামলা চালান। নামাজের সময় গানবাজনা বন্ধ কেন রাখা হয়নি, এই নিয়ে তাঁদের স্লোগান দিতে শোনা যায়।

তবে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, শিক্ষার্থীরা নামাজের বিরতি দিয়ে পুনরায় গান শুরু করার পরপরই এ হামলা হয়েছে। প্রধান শিক্ষক সেগুপ্তা কানিজ আক্তার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বই উৎসবের আনুষ্ঠানিক সভা হামলার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। মঞ্চে তখন শিক্ষার্থীরা নিজেদের উদ্যোগে গান পরিবেশন করছিল। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই হামলাকারীরা পালিয়ে যায়।'

বেলা সোয়া তিনটার দিকে সিলেট সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আবদুল মুত্তাকিম, বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতা ও বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান। পরিদর্শন শেষে দুজন শিক্ষক বলেন, হামলাকারীরা চরম উগ্রতার পরিচয় দিয়েছেন। মূলত একটা অস্থিতিশীল ও অরাজক পরিস্থিতি তৈরির জন্যই এ হামলা।

দুর্গাকুমার পাঠশালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মঞ্জুর আহমদ চৌধুরী বলেন, 'আমরা এ ঘটনায় পুরোপুরি হতবাক। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে পরিচালনা পর্ষদ বসে সিদ্ধান্ত নেবে।'

দুর্গাকুমার পাঠশালা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র।

শিক্ষকদের কর্মসূচি : হামলাকারীদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনতে প্রশাসনকে তিন দিনের সময় বেঁধে দিয়েছে বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। সংগঠনের সিলেট শাখার সভাপতি গোলাম রব হাসন ও সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব পুরকায়স্থ গতকাল বিকেলে *প্রথম আলোর* সিলেট কার্যালয়ে ফোন করে এ কথা জানান। তাঁরা বলেন, আগামী তিন দিনের মধ্যে দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার না করা হলে জেলাজুড়ে কঠোর কর্মসূচি দেওয়া হবে।